দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ .. 12 SEP 2007 ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২...

১৮ প্রথম

ছাত্র রাজনীতি প্রসঙ্গ

এস এম জাকির হোসেন

পাঠকের অভিমত

যতই ঐতিহ্যের কথা বলা হোক না কেন বিভক্ত রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি ছাড়া সংগঠন কোন রাজনৈতিক আন্দোলন সফল করতে পারেনি। স্বাধীনতা-উত্তর ও স্বাধীনতা-পরবর্তী যতই রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে বিভক্ত ছাত্র সংগঠন দ্বারা পূর্ণতা লাভ করেনি। যখনই ছাত্র সংগঠনগুলো একাট্টা হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেই আন্দোলনই সফল হয়েছে। সদ্য অতীত নব্বই-এর গণআন্দোলনের কথাই ধরি, ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের মূল রাজনৈতিক দলগুলোকে বাধ্য করেছিল এক টেবিলে বসতে, ফলাফল সফল একটা গণঅভ্যুত্থান। অতীত সফল আন্দোলনগুলোর একই প্রেক্ষাপট আমরা দেখতে পাই।

মূলত বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কায়েমী স্বার্থে কোমলমতি ছাত্রদের ব্যবহার করছে। তাই বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যতই সদিচ্ছা থাকুক না কেন বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর কায়েমী স্বার্থবাদিতার কারণে তাদের লেজুড়বৃত্তি থেকে ছাত্র রাজনীতি আলাদা করা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভবও বটে। আর এজন্য প্রয়োজন বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ পদ্ধতিগত সংস্কার ও শর্ত। এই সংস্কারের সাথে সাথেই আইন করে ছাত্রদের রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি বন্ধ করে ছাত্র রাজনীতির পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ আনলেই বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আসবে।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাজনৈতিক যাত্রা মঞ্চের বিবেকরূপে আবির্ভাব হয়েছে, তাদের চাপে বৃহৎ রাজনৈতিক দলে সংস্কার প্রসঙ্গে আলোচনা ও প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে। খর্ব হতে যাচ্ছে একক ক্ষমতা কিন্তু বৃহৎ দলের মধ্যে ছাত্র রাজনীতির সংস্কারের ব্যাপারে কোন প্রস্তাব উপস্থাপন ও আলোচনা হচ্ছে না। রাজনীতির কূটিল ঘুরপাকে শিক্ষা বিনাশী বর্তমান ছাত্র রাজনীতির আশু পরিবর্তন দরকার। অপরদিকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সরকারের জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাজনৈতিক দলবাজী এই শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে শুরু হয়। শিক্ষকরা তাদের নৈতিকতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নির্লজ্জ দলবাজিতে উন্মাদ হয়ে পড়েছেন। শিক্ষকদের এই দলবাজির এমনও ঘটনা আছে শুধুমাত্র ভিন্নমতাবলম্বীতার কারণে একজন ছাত্রকে পরীক্ষার খাতায় কম নম্বর দিয়ে ৩য় শ্রেণী পাইয়ে দেয়ার হীনমন্যতা অথবা বেশী নম্বর দিয়ে প্রথম শ্রেণী পাইয়ে দেয়ার অসততা। এ অবস্থার পরিবর্তন দরকার। বন্ধ হওয়া উচিত শিক্ষক রাজনীতিও। দরকার শিক্ষক ও ছাত্রকে যথাযথ পরিবেশ পাঠদান ও পড়ার টেবিলে ফিরিয়ে আনা।

প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে ছাত্র সংসদ গতিশীল রাখতে হবে। এই ছাত্র সংসদের নেতৃত্বে থাকবে পাঠ্যমান পরীক্ষার সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী। ডিগ্রী কলেজ হলে ডিগ্রী ২য় বর্ষের পরীক্ষার সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী ভিপি এবং জিএস হবে। একাদশ শ্রেণী থেকে যারা দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যেসব ছাত্র-ছাত্রী ভালো রেজাল্ট করেছে তাদের অন্যান্য কমিটিতেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষায় যারা সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হবে তাদের মধ্য থেকে ভিপি, জিএস ও অন্যান্য কমিটি নির্ধারণ হবে। অনার্স ২য় বর্ষ ও ১ম বর্ষ থেকে পরীক্ষায় প্রাপ্ত মান অনুসারে তাদের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, মানবিক বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগ থেকে সঙ্গত কারণে কম নম্বর পেয়ে থাকে। ভিপি ও জিএস-এর ক্ষেত্রে তাদের একটা নম্বরের মানদণ্ড থাকতে হবে অর্থাৎ মানবিক, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগে নম্বরের কোটা থাকতে হবে।

নির্ধারিত সময়ের পর এই কমিটি আপনাআপনি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যার জন্য কোন আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নেই। ছাত্ররা কোন জাতীয় রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারবে না। তবে তাদের শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত যে কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী তারা গ্রহণ করতে পারবে।

❑ খুলনা থেকে